ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী মাহী বি. চৌধুরী

নির্বাচনী ইশতেহার

১৬ এপ্রিল, ২০১৫

অধ্যায় - ১

প্রজন্ম ভাবনা থেকে প্রজন্ম শহর

অধ্যায় - ২

সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি

ক) প্রজন্ম দৃষ্টিভঙ্গি -

১। শুধুমাত্র ভোটারদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে সত্য ও বাস্তবতাকে গোপন করে অন্তসারহীন নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ না করা।

২। নির্বাচিত হলে দায়িত্ব গ্রহণের পর মেয়াদপূর্তির মধ্যে সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবি সমাজ ও সাধারণ নাগরিকদের যথা সম্ভব ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রজন্ম ভাবনাকে সম্পৃক্ত করে আগামী ৫০ বছরের লক্ষ্য নির্ধারণে একটি সামগ্রীক অগ্রগামী নগর পরিকল্পনর কাঠামোা প্রনয়ন করা যেতে পারে।

৩। যে সকল সামাজিক অসমতা ও অপরাধগুলো রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে এতকাল অস্বিকৃত ছিল, প্রজন্ম শহর বির্নিমানে সে বিষয় গুলো উন্মোচিত ও সমাধানের লক্ষে যথাসম্ভব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ) SMART পদ্বতি (যতদূর সম্ভব)

S = Specific (সুনির্দিষ্ট)

M = Measurable (গণনাযোগ্য)

A = Achievable (অর্জনযোগ্য)

R = Realistic (বাস্তবসম্মত)

T = Time Bound (সময় নির্ধারিত)

গ) কর্মকৌশল :

১) সিএমসি- নাগরিক পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন
২) এনআরবি সাপোর্ট টিম গঠন
৩) এডভোকেসি সাপোর্ট টিম গঠন
৪) বাৎসরিক রিপোর্ট কার্ড প্রনয়ন
৫) টাউনহল মিটিং

অধ্যায় - ৩

গন্তব্য-

নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হলে দায়িত্ব গ্রহণের পর ইশতেহারে উল্লেখিত অঙ্গিকারনামা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কে একটি প্রজন্ম শহর হিসেবে গড়ে তোলার ভিত্তি রচনা করা হবে। প্রজন্ম শহর গড়ার লক্ষে প্রজন্মের অঙ্গিকার গুলোকে প্রধানত তিনটি মৌলিক কর্মসূচিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

ক) নিরাপদ ঢাকা

খ) চলমান ঢাকা

গ) আলোকিত ঢাকা

এছাড়াও তিনটি মৌলিক কর্মসূচির বাইরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসন ও সেবা প্রদান পদ্ধতিকে আধুনিকায়ন এবং অগ্রগামী করে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ অঙ্গিকারনামা ইশতেহার এ সন্নিবেশিত করা হল।

অধ্যায় - ৪

নিরাপদ ঢাকা :

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ চালু :
ক) প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ইত্যাদি দুর্যোগের ক্ষেত্রে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে বিস্তারিত ও দক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে একটি বিশেষ বিভাগ চালু করা হবে।
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ জনগণকে সচেতন করা হবে।
২। বায়ু, শব্দ, পানি ও মৃত্তিকা দূষণরোধে উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর একটি বিশেষ বিভাগ চালু করা হবে।
৩। নাগরিকদের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পূর্ণাঙ্গ ঢাকা উত্তর সিটিকে সিসি টিভি ক্যামেরার আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হবে এবং শহরের আলো বৃদ্ধি করা হবে।
৪। জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন সকল বাজারের পরিচ্ছন্নতা এবং হোটেল রেস্তোঁরায় সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্যের মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশনের সনদপত্র প্রদানের পদ্বতি আধুনিকায়ন করা হবে। সেই সাথে সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন সকল বাজারে সামগ্রী সর্বরাহের পূর্বে ফরমালিন সহ যে কোন স্বাস্থ্যহানীকর পদার্থের উপস্থিতি আছে কিনা তা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে পরীক্ষার বিষয়টি পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করা হবে।
৫। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে একক বা যৌথ ভাবে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে।
৬। মা ও শিশু, বয়স্ক এবং সাধারণ জনগণ বিশেষ করে নিম্ন, মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবি শ্রেণীর জন্য বিনা/সাশ্রয়ী মূল্যে নূন্যতম স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে।

৭। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :

ক) সামগ্রীক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নয়ন বাজেটের একটি পর্যাপ্ত অংশ ব্যায় করা হবে।

খ) বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং জনসম্পৃক্ততার ভিত্তিতে একটি সময় উপযোগী অগ্রগামী বর্জ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়নে উদ্যোগ নেয়া হবে।

গ) পরিবেশ বান্ধব ও দূর্গন্ধমুক্ত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন গড়ে তোলার অংশ হিসাবে কোন উন্মুক্ত ডাস্টবিন রাখা হবে না।

ঘ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়েস্ট রিসাইক্লিনিং প্লান্ট পর্যায়ক্রমে স্থাপন করা হবে।

ঙ) বর্জ্য হতে বিদ্যুত ও সার উৎপাদন এর ক্ষেত্রে চলমান প্রক্রিয়া গুলোকে তরান্বিত করে সম্পূর্ণ করা হবে।

চ) বর্জ্য সংগ্রহে পরিবেশ বান্ধব আধুনিকায়িত ব্যবস্থা চালু করা হবে।

৮। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং আবাসিক বাড়িগুলোতে পর্যাপ্ত বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে সক্ষমদের হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেয়া হবে।

৯। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার অংশ হিসাবে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক স্থাপনা সংলগ্ন স্থানে যথেষ্ঠ পরিমাণে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হবে।

১০। অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলোকে সেন্ট্রাল এ্যলার্ম সিস্টেমের আওতায় আনা হবে।

১১। জলবদ্ধতা নিরসন ও পয়োনিষ্কাসন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সরকারের চলমান প্রকল্পগুলোকে যথাসম্ভব দ্রুত সম্পাদনের লক্ষে উদ্দোগ গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততা উৎসাহীত করা হবে।

১২। মশক নিধন নিশ্চিতকল্পে একটি সুর্নিদিষ্ট ও আধুনিক কর্ম পরিকল্পনা দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রণয়ন করা হবে।

১৩। আউটর্সোসিং এর মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমানে গণসৌচাগার নির্মান ও সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায় - ৫

চলমান ঢাকা :

১। দেশীয় এবং সফল প্রবাসী বাংলাদেশী পরিবহণ প্রকৌশলিদের পরামর্শক্রমে একটি যুগোউপযগী সামগ্রীক ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রচলণ করা হবে।

২। কর্পোরেশন পুলিশ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সামগ্রিক ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩। বিশ্বের আধুনিক মেগাসিটিসমূহে ব্যবহৃত পরিবহন প্রকৌশল ব্যবস্থা অনুসরণ করে ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণ ও সহজিকরণের জন্য একমুখী ট্রাফিক চলাচল ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৪। পাবলিক- প্রাইভেট পার্টনারশিপ- এর মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে বহুতল কার পার্কিং চালু করা হবে। এ ক্ষেত্রে বহুতল পাকিং ব্যবসা হতে অর্যিত আয়ের উপর ১০ বছর কর রেয়াতের জন্য সরকারকে সুপারিশ করা হবে।

৫। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যকার যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করার জন্য কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৬। যানজট নিরসনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য এলাকাভিত্তিক সমন্বিত বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

৭। যথাযথ সড়ক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে দিনের ব্যস্ততম সময়ে ব্যক্তিগত যানবাহনের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক রোড প্রাইসিং (ইআরপি) চালু করা হবে।

৮। যানজট কমাতে মোটর সাইকেল-ট্যাক্সি চালু করা হবে।

৯। চাকরিজীবীদের জন্য এলাকাভিত্তিক এক্সিকিউটিভ মিনি/মাইক্রোবাস সার্ভিস চালু করা হবে।

১০। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বিদ্যমান বাসস্ট্যান্ড সমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে বাস ও মিনিবাসের জন্য পার্কিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১১। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ নির্বিঘ্ন রেখে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে ক্যালেন্ডারভিত্তিক সড়ক সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ নিশ্চিত করা হবে।
১২। জরুরি কাজ ব্যতিত জনদুর্ভোগ নিরসনে বর্ষাকালে সড়ক খনন কাজ বন্ধ রাখা হবে।
১৩। প্রযোজ্যক্ষেত্রে আধুনিক পার্কিং মিটারিং ব্যবস্থা চালু করা হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারী ব্যবস্থাপনাকে রেভিনিউ শেয়ারিং মডেলে প্রাধান্য দেয়া হবে।
১৪। দ্রুত চলাচল নিশ্চিত করার জন্য দিনের ব্যস্ততম সময়ে প্রধান প্রধান সড়কে বিশেষ বাস লেইন চালু করা হবে।
১৫। জনসাধরণের সুবিধার্থে ফুটওভার ব্রিজগুলোকে যথা সম্ভব সম্প্রসারিত করে (এলিভেটেড ওয়াক ওয়ে) দৃষ্টিনন্দন ভাবে নির্মাণের মাধ্যমে নিকটস্থ বাণিজ্যিক ভবনে সহজে ও নিরাপদে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে।
১৬। নিয়োমিত ভাবে সড়ক ও ফুটপাত সমূহ সংস্কার করা হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বর্ধন করা হবে ।

অধ্যায় - ৬

আলোকিত ঢাকা :

১। মাদক সেবন বন্ধে অভিভাবক, শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
২। সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে মাদক সেবন বন্ধে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে সংগে নিয়ে শক্তিশালী নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সাধারণ মাদকাসক্ত নাগরিকদের সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষে যুগোপযুগী মাদকাসক্ত নিরাময় ও পূর্নবাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।
৩। ইভটিজিং বন্ধে:
ক) গণসচেতনতা গড়ে তোলা
খ) টোল ফ্রি নম্বর চালু করা এবং প্রয়োজনে গোপনীয়তা রক্ষা করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করা
গ) পরিস্থিতির শিকার নারী, শিশু ও কিশোরীদের প্রয়োজনে বিনামূল্যে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করা
৪। নান্দনিক ঢাকা গড়ার লক্ষ্যে সৌন্দর্য বর্ধনে:
ক) পরিকল্পিত নগর বনায়ণ
খ) লাল-সবুজের আধিক্য রেখে বিভিন্ন সড়কে, রাস্তায় ও পার্কে ফুলের বাগান সৃজন ও ল্যান্ডস্কেপিং
গ) বিদ্যমান বিলবোর্ডসমূহকে ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডে পরিনত করে দৃষ্টিনন্দন করা
ঘ) ঢাকা উত্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়কে উন্নত ও আলোকিত করা
ঙ) সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করে উল্লেখযোগ্য জলাশয়গুলোকে নাগরিকদের নির্মল আনন্দ ও বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা
চ) ওর্য়াড ভিত্তিক শিশু, তরুন ও সকল নাগরিকদের খেলাধুলা ও বহুমুখী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
৫। হিজরা সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬। নাগরিক অধিকার সমুন্নত রেখে হকারদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য এলাকাভিত্তিক স্থান সুনির্দিষ্ট করা এবং তাদের ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিয়ে নিরাপদ করা।
৭। ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু ও গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় স্থল নির্মান করা।
৮। সম্মান ও সমতা নিশ্চিতকল্পে :

ক) 'অপরিচিতজনকে আাপনি বলুন' স্লোগানকে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা
খ) শিক্ষিত তরুনদের সংগঠিত করে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিতদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা
গ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতার বিষয়সমূহকে নজরে আনার ব্যবস্থা করা
ঘ) সম্মানিত প্রবীণ নাগরিকদের নেতৃত্বে মেধাবী তরুণদের নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের সচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইনডিপেনডেন্ট কমিটি ফর ট্রান্সপ্যারেন্সি (আই.সি.এফ.টি) গঠন করা
ঙ) শিশুদের প্রতি যৌন নিপিড়নের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ এবং সচেতনতা গড়ে তোলা
চ) সমাজের সর্বস্তরে প্রতিবন্ধীদের সমঅধিকার এবং মর্যাদা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, গণপরিবহন ব্যবহার, গণসৌচাগার ব্যবহারসহ সকল সেবা গ্রহনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহন করা।
ছ) যৌষ উদ্যোগে যুগপোযোগী গণ গ্রন্থাগার এবং ই-লাইব্রেরী পর্যায়ক্রমে গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
ঙ) বাক স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রতি ওয়ার্ডে মুক্ত মঞ্চ গঠন করা হবে।

অধ্যায় - ৬

প্রশাসন ও সেবা :

প্রশাসন

১। সিটি কর্পোরেশনের জনবলের দক্ষতা বৃদ্বির লক্ষে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও যুগপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

২। দক্ষ জনবল ধরে রাখার জন্য যথাযথ মানব সম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৩। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলদের জন্য স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে।

৪। প্রতি বছর মেয়রের কর্ম মূল্যায়ন ব্যাখ্যা সহকারে রিপোর্ট কার্ড আকারে প্রকাশ করা হবে।

৫। প্রতি বছর সংবাদ মাধ্যম অথবা বিশেসজ্ঞদের মধ্য থেকে একজনকে স্রেষ্ঠ সমালোচক হিসেবে গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শের জন্য পুরস্কৃত করা হবে।

৬। প্রতি বছর বাজেট প্রণয়নের ৩ মাস পূর্ব হতে যে কোন নাগরিকের পরামর্শ গ্রহনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে।

৭। উপরে উল্লিখিত যে কোন কমিটি গঠনে লৈঙ্গিক সমতা বজায় রাখা হবে। এক্ষেত্রে আর্থ সামাজিক কাঠামোর সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৮। প্রতি ত্রৈমাসিক টাউন হল সভার মাধ্যমে নাগরিকদের অভিযোগ শোনা হবে এবং একই সাথে মেয়রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

সেবা

১। পর্যায়ক্রমে সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডার পদ্ধতি চালু করা হবে।

২। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা চালু করা হবে।

৩। সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসন পর্যায়ক্রমে ই-ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে।

৪। অনলাইন নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও ট্রাকিং ব্যবস্থা (ওয়েব পোর্টাল, ফেইসবুক, টুইটার) চালু করা হবে।

৫। অভিযোগ গ্রহণের জন্য হটলাইন ব্যবস্থা (ভয়েস, এস.এম.এস) চালু করা হবে।

৬। নাগরিক পর্যবেক্ষণ কমিটি (সিএমসি) যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ স্বাপেক্ষে উপস্থ্যাপিত বিলে আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে।

প্রথম ১০০ দিনের কর্ম পরিকল্পনা :

নির্বাচিত হলে, দায়িত্ব গ্রহণের ১০০ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে :

ক) কেন্দ্রীয় ও ওয়ার্ড ভিত্তিক নাগরিক এবং পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্মপস্থা সহকারে গঠন করা হবে

খ) সরকারের জন্য সুপারিশ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষে এ্যাডভোকেসি বিশেসজ্ঞ দল গঠন করা হবে

গ) মেয়রের পরামর্শের জন্য নির্বাচনে প্রধান প্রতিদন্বীদের সমন্বয়ে আমন্ত্রন গ্রহণ স্বাপেক্ষে বিশেষ উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা হবে

ঘ) ইসতেহারে উল্লেখিত সকল অঙ্গিকারনামা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বাস্তব সম্মত কর্মপারকল্পনা সময় নির্ধারিত করে প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা হবে

ঙ) আইসিএফটি (Independent Committee for Transparency) Terms of Reference, কাঠামো এবং গঠন প্রণালী প্রণয়ন করা হবে।

চ) সিটি কর্পোরেশন আয়ের উৎসের পরিধি বৃদ্বি করে এবং জনগণের উপর অযৌক্তিক করের বোঝা না চাপিয়েও আগামী ৫ বছরে সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির রূপরেখা ও কর্ম কৌশল প্রণয়ন করা হবে।